ভাসানচর মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের রূপরেখা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

দ্রুত, কার্যকর ও নিরাপদ রোগী স্থানান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সী-অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (SOP) প্রস্তুতকরণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মো: মাহফুজার রহমান
যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, ভাসানচর
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট (Backgroud)

কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরগুলোর ওপর চাপ কমাতে এবং রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ দিতে বাংলাদেশ সরকার ভাসানচরে একটি নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের প্রাণকেন্দ্র হলো অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (ARRRC) কার্যালয়, যা ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা, সুরক্ষা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে।

অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) কার্যালয়ের মূল কাজ হলো রোহিঙ্গাদের খাদ্য, আশ্রয় স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। একই সাথে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অধিকার রক্ষা করাও এই কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ভাসানচর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ হওয়ায় লজিস্টিকস, যোগাযোগ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এআরআরআরসি কার্যালয়, ভাসানচরে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, UNHCR, WFP, UNICEF -এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দেশীয়-আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে।

২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তর শুরু হয় এবং বর্তমানে প্রায় ৩৭,০৮৮(সাইত্রিশ হাজার আটাশি) জন নিবন্ধিত রোহিঙ্গা এখানে বসবাস করছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সুচারু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এআরআরআরসি কার্যালয়কে প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই জীবনযাত্রার সুযোগ তৈরি করাও তাদের কর্মসূচির অংশ। ভাসানচরের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য এই কার্যালয়ের সুষ্ঠু ও কার্যকর কার্যক্রম অপরিহার্য। এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা একটি সফল মানবিক কার্যক্রমের ভিত্তি।

বর্তমান চিত্র (Current Context)

ভাসানচরের মালিকানা নিয়ে সন্দ্বীপ ও হাতিয়া উপজেলার মধ্যে কিছুটা বিরোধ বিদ্যমান, যদিও এটি প্রশাসনিকভাবে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। এটি মূলত মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার একটি সরকারি উদ্যোগ, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ ও সহযোগিতা ভাসানচরের ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভাসানচর রোহিঙ্গাদের জন্য কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোর তুলনায় উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করেছে। তবে, কিছু রোহিঙ্গা আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাওয়ার জন্য বা নতুন করে বিয়ে করার জন্য বা বাইরে কাজ করার জন্য ভাসানচর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছে, যা একটি চ্যালেঞ্জ। তবুও, সামগ্রিকভাবে এখানকার পরিবেশ কক্সবাজারের চেয়ে ভালো হওয়ায় রোহিঙ্গারা স্বস্তি বোধ করছে।

ভাসানচর থেকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌপথ। নিয়মিত নৌযান চলাচল করলেও এটি সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় আবহাওয়া খারাপ থাকলে যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বা ঘূর্ণিঝড়ের সময় যাতায়াত কঠিন হয় পড়ে ও যোগাযোগ প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জরুরী পরিস্থিতিতে নিয়মিত ও নিরাপদ নৌযানের অভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়।এছাড়া সন্দ্বীপ ও ভাসানচরের এবং হাতিয়া ও ভাসানচরের মধ্যবর্তী স্থানে পলি জমে নতুন চর জেগে উঠছে।

দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনও অনেকটাই অক্ষত। ম্যানগ্রোভ বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সবুজায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একদিকে যেমন ভূমিক্ষয় রোধ করছে, তেমনি অন্যদিকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সহায়ক হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও সামুদ্রিক প্রাণীর আনাগোনা ভাসানচরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি এই দ্বীপের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, যাতে ভাসানচর প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে একটি টেকসই জনবসতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয় বিদ্যমান সকল রীতি, চর্চা, অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি আধুনকিায়ন ও পরিবর্তনে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট।

১.১ নিরাপদ প্রসব, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ: শতভাগ ফ্যাসিলিটিবেজড ডেলিভারি

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে বর্তমানে ১ টি ২০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারী হাসপাতাল, ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং ২টি হেলথপোষ্ট রয়েছে। সেখানে প্রতিমাসে গড়ে ৬০-৭০ টি বাচ্চা জন্ম গ্রহন করে কিন্তু এখন পর্যন্ত সকল গর্ভবর্তী মায়েদের তথ্য কেন্দ্রীভাবে ডাটাবেজের আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই এবং শতভাগ ফ্যাসিলিটিবিজ ডেলিভারি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নাই।

উদ্দেশ্য:

প্রত্যেক গর্ভবতী মায়ের সকল তথ্য ডিজিটাইজড করা, মাকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের জন্য উৎসাহিত করা, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব করানো এবং জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং এর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে প্রসব এবং যেকোনো জটিলতা দ্রুত মোকাবেলার সুযোগ সৃষ্টি করা

ফলাফল:

প্রত্যেক গর্ভবতী মায়ের সকল তথ্য ডিজিটাইজড করা সম্ভব হবে, সকল গর্ভবতী মাকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের জন্য উৎসাহিত করা সম্ভব হবে, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব করানো সম্ভব হবে এবং জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে প্রসব এবং যেকোনো জটিলতা দ্রুত মোকাবেলার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

নিরাপদ প্রসবের হার, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, সেবার মান।

বাস্তবায়নে: হেলথ সেক্টর, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

১.২ বটম-আপ ইনপুট এবং অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ক্রমে প্রকল্প গ্রহন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উপেক্ষা করে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে অন্তর্ভুক্ত না করে উন্নয়ন পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়।

উদ্দেশ্য:

উন্নয়ন পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে অন্তর্ভুক্ত করে এর মাধ্যমে ভাসানচরের অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

ফলাফল:

উন্নয়ন পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে অন্তর্ভুক্ত করে এর মাধ্যমে ভাসানচরের অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে, এতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত হবে, যা সফলতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রকল্পের পরিকল্পনায় অংশ নেওয়া সকলের মতামত ও সন্তুষ্টির মাত্রা।

বাস্তবায়নে: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫

১.৩ সময়াবদ্ধ ফাইল প্রক্রিয়াকরণ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে গতানুগতিক পদ্ধতিতে ফাইল প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ফাইল প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা উল্লেখ করা নেই।

উদ্দেশ্য:

কার্যসম্পাদনে অহেতুক বিলম্ব দূর করা, সময়াবদ্ধ ফাইল প্রক্রিয়াকরণ চালু করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া গতিশীল করা এবং কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ফলাফল:

দ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া গতিশীল হবে এবং কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এটি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব কমাবে, যার ফলে সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি বাড়বে এবং প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নত হবে। সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফাইল প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ করার হার।

বাস্তবায়নে: সিআইসি অফিস, ভাসানচর।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

১.৪ মেধা ও পারফরম্যান্স ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে ভাসানচর সিআইসি অফিসে কর্মীদের দক্ষতা ও কাজের মানের ওপর ভিত্তি করে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না।গতানুগতিক পদ্ধতিতেই তাদের মূল্যায়ন করা হয়।

উদ্দেশ্য:

সকল স্তরের কর্মীদের দক্ষতা, অবদান ও কাজের গুণগত মানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা, এবং কর্মীদের আরও বেশি উৎপাদনশীল হতে এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে অনুপ্রাণিত করা।শুধু তাই নয় কর্মীদের মাঝে কর্মক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগীতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব তৈরি করা ও কাজের গুনগতমান বৃদ্ধি করা।

ফলাফল:

সকল স্তরের কর্মীদের দক্ষতা, অবদান ও কাজের গুণগত মানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা সম্ভব হবে এবংএর মাধ্যমে কর্মীদের আরও বেশি উৎপাদনশীল হতে এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে অনুপ্রাণিত করা যাবে। কর্মীদের মাঝে কর্মক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগীতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব তৈরি করে কাজের গুনগতমান বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত কেপিআই দ্বারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করে এবং দুর্বল ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

শেখার অগ্রগতি ও ব্যবহারিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত সৃজনশীল এবং পারফরম্যান্স-ভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট চালু করা।

বাস্তবায়নে: আরআরআরসি অফিস।

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

১.৫ পেসেন্ট রেফারেল পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থাকলেও জটিল রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও উন্নত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। ফলে জটিল ও গুরুতর রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মূল ভূখন্ডে পেরণ করতে হয়। গুরুতর রোগীদের মূল ভূখণ্ডে স্থানান্তর সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ । পুলিশি স্কটের সীমাবদ্ধতা এবং ট্রলার চালকদের পাওনা অপরিশোধিত থাকা সমস্যা আরও বাড়ায়।

উদ্দেশ্য:

সী-অ্যাম্বুলেন্সের সংযোজনের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা, দ্রুত স্থানান্তর ও জীবন বাঁচাতে বর্তমান রেফারেল পদ্ধতির স্মার্ট আধুনিকায়ন করা।

ফলাফল:

উন্নত চিকিৎসা, দ্রুত স্থানান্তর ও জীবন বাঁচাতে বর্তমান রেফারেল পদ্ধতির স্মার্ট আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

আরআরআরসি অফিস ক্সসবাজার।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

রোগীদের জন্য রেফারেল প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছ এবং সহজ করতে একটি ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা।

বাস্তবায়নে: এআরআরআরসি অফিস ভাসানচর, নোয়াখালী।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৬ ভাসানচর যাতায়াত সহজীকরণ: দাতা সংস্থার বিদেশী প্রতিনিধিদের জন্য স্মার্ট সমাধান

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে দাতা সংস্থার বিদেশি প্রতিনিধিরা ভাসানচরে যেতে হলে কঠোর সরকারি অনুমতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান, যা সময়সাপেক্ষ ও জটিল।

উদ্দেশ্য:

একটি একক সমন্বিত কর্তৃপক্ষ স্থাপন করে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং পরিবহনের অনুমতি দ্রুত প্রদান করা।

ফলাফল:

একটি একক সমন্বিত কর্তৃপক্ষ স্থাপন করে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং পরিবহনের অনুমতি দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হবে ফলে দাতা সংস্থার বিদেশি প্রতিনিধিরা সহজে ভাসানচর গমনের অনুমতি

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

বিদেশী প্রতিনিধিদের সুবিধার জন্য ভাসানচরে একটি সার্বক্ষণিক ডিজিটাল যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম এবং জিপিএস-ভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থার

বাস্তবায়নে: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রত্যয়ন পত্র পদ্ধতি আধুনিকায়ন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে এফডি-৭ এর আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রত্যয়নপত্র পেতে প্রথমে ক্যাম্প ইনচার্জ ও পরে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ। প্রকল্প সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও, তা প্রদানের সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকায় অহেতুক বিলম্ব হয়, যা নতুন প্রকল্পের অনুমোদনকে বাধাগ্রস্ত করে।

উদ্দেশ্য:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সময়সীমা নির্ধারিত স্বয়ংক্রিয় প্রত্যয়নপত্র প্রদান পদ্ধতি চালু করা।

ফলাফল:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সময়সীমা নির্ধারিত স্বয়ংক্রিয় প্রত্যয়নপত্র প্রদান পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে ফলে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটবে না।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

ডিজিটাল প্রামাণিকরণ, কিউআর কোড-ভিত্তিক যাচাই, এবং অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা যাতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত হয়।

বাস্তবায়নে: সিআইসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

২.২ এলপিজি গ্যাস বিতরণ: ডিজিটাল রূপান্তর

প্রেক্ষাপট:

সিআইসি অফিসের ম্যানুয়াল গ্যাসকার্ডভিত্তিক এলপিজি বিতরণ ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ ও অদক্ষ, যা প্রচুর সম্পদ অপচয় করে।

উদ্দেশ্য:

এলপিজি গ্যাস বিতরণ পদ্ধতি ডিজিটাইজড করা।

ফলাফল:

সময় ও জনবল সাশ্রয় হবে। রোহিঙ্গারা সহজে ও দ্রুত গ্যাস পাবেন, যা তাদের সন্তুষ্টি বাড়াবে। সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হবে, ফলে অপচয় কমবে এবং পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পাবে। এটি পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দক্ষ করবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ক্যাতার চ্যারিটি ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

সিস্টেমকে ডিজিটালাইজ করে ডেলিভারি ট্র্যাকিং, এবং স্বয়ংক্রিয় গ্রাহক ব্যবস্থাপনা চালু করা।

বাস্তবায়নে: সিআইসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

২.৩ কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান কেন্দ্রীয় প্ল্যান্ট নির্ভরতা এবং রিক্সা ভ্যান-ডাম্পারভিত্তিক সংগ্রহ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও স্থায়িত্বশীল নয়। এমনকি ড্রেন পরিষ্কারও স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর নির্ভরশীল।

উদ্দেশ্য:

উৎস থেকেই বর্জ্য বিভাজন ও প্রক্রিয়াকরণ চালু করা, এবং স্থায়িত্ব ও ব্যয়সাশ্রয়ী কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।

ফলাফল:

উৎস থেকেই বর্জ্য বিভাজন ও প্রক্রিয়াকরণ চালু করা সম্ভব হবে এবং স্থায়িত্ব ও ব্যয়সাশ্রয়ী কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে। ফলে উৎস থেকেই বর্জ্য বিভাজন ও প্রক্রিয়াকরণে তারা ভূমিকা রাখবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

সিআইসি অফিস, ভাসানচর।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রতিটি কমিউনিটিতে বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য আলাদা বিন স্থাপন এবং এর নিয়মিত তত্ত্বাবধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।

বাস্তবায়নে: ওয়াস সেক্টর, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৪ কেন্দ্রীয় ডিজিটাইড Community Feedback and Response Mechanism (CFRM) চালুকরণ।

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একাধিক সিএফআরএম ডেস্কের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে একই ব্যক্তি একই অভিযোগ নিয়ে বারবার আবেদন করেন। এতে রোহিঙ্গাদের সময় ও কর্মঘণ্টার অপচয় হয় তেমনি সেবাদানকারীরাও বিব্রত হন।

উদ্দেশ্য:

কেন্দ্রীয় ডিজিটাইজড সিএফআরএম পদ্ধতি চালু করা।

ফলাফল:

অভিযোগ নিষ্পত্তি আরও দক্ষ ও দ্রুত হবে, এবং সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

প্রোটেকশন সেক্টর ও সিআইসি অফিস ভাসানচর।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি সমন্বিত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেখানে অভিযোগ ও মতামত সহজে জমা দেওয়া যায় এবং যার প্রতিটি ধাপ ট্র্যাক করা সম্ভব।

বাস্তবায়নে: সাইট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট এজেন্সী, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

২.৫ পেসেন্ট রেফারেল পদ্ধতিতে সী অ্যাম্বুলেন্স সংযোজন করা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে গুরুতর রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মূল ভূখণ্ডের নোয়াখালী সদর হাসপাতালে রেফার করা হয় এবং রেফারকৃত রোগীকে প্রচলিত কাঠের নৌকায় করে প্রেরণ করা হয়, যা সময় সাপেক্ষ এবং অনেক বেশী

উদ্দেশ্য:

পেসেন্ট রেফারেল পদ্ধতিতে সী অ্যাম্বুলেন্স সংযোজন করা এবং গুরুতর রোগীদের দ্রুত ও নিরাপদে মূল ভূখণ্ডের হাসপাতালে পৌঁছানো।

ফলাফল:

সী অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত হলে ভাসানচরের গুরুতর রোগীরা দ্রুত ও নিরাপদে মূল ভূখণ্ডের হাসপাতালে পৌঁছাতে পারবেন। এতে জীবন বাঁচানো সহজ হবে এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

হেলথ সেক্টর, কোষ্টপার্ড ভাসানচর ইউনিট, ফরোয়ার্ড বেজ বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

জরুরি রোগীদের দ্রুত স্থানান্তরের জন্য GPS এবং আধুনিক জীবন-সহায়ক সরঞ্জামসহ সি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা।

বাস্তবায়নে: এআরআরআরসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৬ জন্ম-মৃত্যুর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ

প্রেক্ষাপট:

বিদ্যমান ব্যবস্থায় জন্মমৃত্যু ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে তবে কেন্দ্রীয় ডিজিটাইজড জন্ম-মৃত্যু ডেটাবেজ না থাকায় সঠিক পরিসংখ্যান পেতে দেরি হচ্ছে, পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা হচ্ছে, এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কমছে। এতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

কেন্দ্রীয় ডিজিটাইজড জন্ম-মৃত্যু ডেটাবেজ তৈরী করা।

ফলাফল:

তাৎক্ষণিক সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে যা পরিকল্পনা ও সেবা উন্নত করতে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে কার্যকারিতা বাড়াবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

হেলথ সেক্টর, ও সিআইসি অফিস, ভাসানচর।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সব জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য নিবন্ধন, যা জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে সংযুক্ত এবং সহজেই যাচাই করা সম্ভব।

বাস্তবায়নে: সাইট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট এজেন্সি, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো আধুনিকীকরণ

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার অফিসটির জনবল কাঠামো ও কার্যাবলী নির্ধারণের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। অফিসের নামের দাপ্তরিক অনুমোদন এবং সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যা এখনও অনির্দিষ্ট। এতে কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

অফিসের নামের দাপ্তরিক অনুমোদন এবং সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ। জনবল কাঠামো ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা।

ফলাফল:

অফিসের নামের দাপ্তরিক অনুমোদন এবং সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ করা যাবে এবং জনবল কাঠামো ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে ফলে কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা আসবে, জবাবদিহিতা বাড়বে এবং অফিসের কাজ সুচারুভাবে চলবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

বর্তমান কাঠামোর বিশ্লেষণ, জনবল দক্ষতা ও কার্যকারিতা, প্রযুক্তিগত ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক উন্নতি যাচাই

বাস্তবায়নে: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

৩.২ সেবাদানকারী কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় নিয়ে আসা

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে সেবাদান কর্মীরা বিচ্ছিন্নতা, কাজের চাপ, এবং প্রতিকূল পরিবেশে প্রায়শই মানসিক অবসাদে ভোগেন। পরিবার থেকে দূরে থাকা, কাজের চাপ, এবং মানসিক চাপ তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্নতা, বা Post Trauma Stress Disorder(PTSD) এর মতো সমস্যা সৃষ্টি করছে।

উদ্দেশ্য:

সেবাদানকারীদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে গুনগত সেবাপ্রদানেএবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্থতার সাথে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করা।

ফলাফল:

সেবাদানকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং তাদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে গুনগত সেবাপ্রদানেএবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্থতার সাথে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করা সম্ভব হবে

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার।

মূল্যায়ন নির্দেশিক:

সহজে প্রবেশযোগ্য ও গোপনীয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, কর্মপরিবেশের চাপ হ্রাস এবং কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে কার্যকারিতা যাচাই

বাস্তবায়নে: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৩.৩ সরকারী ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টি করা

প্রেক্ষাপট:

সরকারী ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো অর্থনৈতিক কোড না থাকায় তহবিল ব্যয়ে অক্ষম। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী হাতিয়া উপজেলা থেকে ঔষধসহ সকল ধরনের সহায়তা নিতে হয়, যা কার্যক্রমের সুষ্ঠ পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করছে। এই আর্থিক সীমাবদ্ধতা হাসপাতালের স্বকীয়তা ও সেবাকে ব্যাহত করছে।

উদ্দেশ্য:

সুষ্ঠভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারী ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টি করা।

ফলাফল:

সরকারী ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টি হবে যার ফলে হাসপাতালটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তহবিল ব্যবহার করতে পারবে, সেবার মান বাড়বে এবং কার্যক্রম সহজ হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি সরকারী ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে

সহযোগীতায়:

রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং আরআরআরসি অফিস।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি কার্যকর অর্থনৈতিক কোড তৈরি, যা আর্থিক স্বচ্ছতা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সহজে ডেটা বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে।

বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৪ স্বাস্থ্যসেবা তথ্যের একক প্ল্যাটফর্ম

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে একটি ২০ শয্যার হাসপাতাল, দুটি পিএইচসি ও দুটি হেলথ পোস্ট রয়েছে। সেবার দ্বৈততা এড়াতে হেলথ কার্ড ব্যবহৃত হলেও, প্রতিটি সংস্থা তাদের রোগীর তথ্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ করছে। রোগের ধরণ ও তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা পেতে সরকারি সিস্টেমে তথ্য সন্নিবেশিত হলেও, সমন্বিত ডেটাবেসের অভাবে প্রকৃত চিত্র পাওয়া কঠিন।

উদ্দেশ্য:

সকল রোগীর তথ্য এক জায়গায় রাখা, পুনরাবৃত্তি এড়ানো, এবং স্বাস্থ্যসেবা আরও দক্ষ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা তথ্যের একক প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা।

ফলাফল:

স্বাস্থ্যসেবা তথ্যের একক প্ল্যাটফর্ম তৈরী হবেএবং আরও স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সেবা নিশ্চিত করতে সংস্থাগুলোর তথ্যের সমন্বয় করা যাবে ফলে রোগীর তথ্য এক জায়গায় থাকবে, পুনরাবৃত্তি এড়ানো যাবে, এবং স্বাস্থ্যসেবা আরও দক্ষ হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

সাইট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট এজেন্সি এবং সিআইসি অফিস, ভাসানচর।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

রোগীর ডেটা, চিকিৎসা ইতিহাস এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্যের একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা ডেটা নিরাপত্তা এবং সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

বাস্তবায়নে: হেলথ সেক্টর, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৩.৫ ডিজিটাইজড ডেটা ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রেক্ষাপট:

বিদ্যমান ব্যবস্থায় সকল তথ্য ম্যানুয়ালি সংরক্ষণ করা হয় বিধায় গুরুত্বপূর্ণ ডেটা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয়। এটি সময়সাপেক্ষ ও অদক্ষ প্রক্রিয়া, যা প্রয়োজনে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হয়, এবং অফিসের সার্বিক কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়।

উদ্দেশ্য:

দ্রুত তথ্য খুঁজে পাওয়া নিশ্চিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করা, স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ফলাফল:

ডিজিটাইজড ডেটা ব্যবস্থাপনা চালু হবে। তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে, স্বচ্ছতা বাড়বে এবং অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি নিরাপদ ও সুসংহত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা নির্ভুল ডেটা ব্যবস্থাপনা, দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করে।

বাস্তবায়নে: সিআইসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৩.৬ কর্মীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচর এআরআরআরসি অফিসে 'তথাকথিত সরকারি অফিসের কর্মপরিবেশ' বিদ্যমান যা, কর্মদক্ষতা কমায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটায় এবং সেবার মান হ্রাস করে। এটি কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা ও জবাবদিহিতার অভাব তৈরি করতে করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য:

কর্মদক্ষতা, সৃজনশীলতা ও কর্মীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যে অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সর্বোপরি ভাসানচরে কর্মীবান্ধব কর্মপরিবেশ সুষ্টি করা।

ফলাফল:

কর্মদক্ষতা, সৃজনশীলতা ও কর্মীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে, এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যে অর্জনের জন্য ভাসানচরে কর্মীবান্ধব কর্মপরিবেশ সুষ্টি হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

এআরআরআরসি অফিস ভাসানচর।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

কর্মচারীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুস্থ কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা।

বাস্তবায়নে: সিআইসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

৩.৭ দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি: সাপ্তাহিক ক্লাব প্রশিক্ষণ

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে অফিস স্টাফদের ইংরেজিতে দুর্বলতার কারণে ফরেন ডেলিগেটদের সাথে যোগাযোগে সমস্যা হচ্ছে, তথ্য আদান-প্রদান ব্যাহত হচ্ছে, এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এর ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া কমে এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতা বাড়ছে।

উদ্দেশ্য:

বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে ইংরেজিতে দক্ষ স্থানীয় কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে ভাসানচর ক্লাব ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

ফলাফল:

ইংরেজিতে দক্ষ স্থানীয় কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে ভাসানচর ক্লাব ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, ফলে অফিস স্টাফদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়বে, যা বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উন্নীত হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

ভাসানচর ক্লাব।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রতিদিন ইংরেজি কথোপকথনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ক্লাবে নতুন শব্দ ও বাক্য শেখার প্রতি আগ্রহ দেখানো।

বাস্তবায়নে: সি আইসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

৩.৮ ভাসানচরে তথ্যপ্রযুক্তি ও এআই প্রশিক্ষণ: স্থানীয় সম্পদে জ্ঞানার্জন

প্রেক্ষাপট:

অফিস স্টাফদের তথ্যপ্রযুক্তি ও এআই ব্যবহারে দুর্বলতার কারণে কাজের গতি কমছে, দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে, এবং আধুনিক পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে। এতে সময় ও সম্পদের অপচয় হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

ভাসানচরে কম্পিউটার প্রকৌশলী ও তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ও এআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অফিস স্টাফদের দক্ষতা বাড়ানো, কাজের গতি বাড়ানো, এবং আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

ভাসানচরে কম্পিউটার প্রকৌশলী ও তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ও এআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এতে অফিস স্টাফদের দক্ষতা বাড়বে, কাজের গতি বাড়বে, এবং আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে, যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

ভাসানচর ক্লাব।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ক জ্ঞান অর্জন এবং এর প্রয়োগ।

বাস্তবায়নে: সি আইসি অফিস, ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ সমন্বিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা গাইড-লাইন প্রস্তুতকরণ

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে ডিসেম্বর ২০২০ থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (FDMNs) স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বর্তমানে ১৫ সরকারী সংস্থা, ২২ টি এনজিও, ৫ টি আইএনজিও এবং ৫ টি ইউএন এজেন্সী ভানাচরে কাজ করছে। এছাড়া অনেক বাঙ্গালী বরবরাহকারীও ভাসানচরে কাজ করছে। ২০২০ সাল থেকে রোহিঙ্গা স্থানান্তর শুরু হলেও এখন পর্যন্ত সমন্বিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো সুস্পষ্ট গাইডলাইন তৈরি হয়নি। ফলে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) কার্যালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (NSI) এবং অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনায় সমন্বয়হীনতা ও ভুল

উদ্দেশ্য:

একটি সমন্বিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা গাইড-লাইন প্রস্তুত করা এবং সকল অংশীদারদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

সমন্বিত গাইডলাইন বাস্তবায়নের ফলে মানবিক সহাযয়তা কার্যক্রমের কার্যকর সমন্বয় ঘটবে, ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে এবং সেবার মান উন্নত হবে । এটি অংশীদারদের মধ্যে স্পষ্টতা আনবে এবং ভাসানচরে মানবিক সাড়াদানের সক্ষমতা বাড়াবে।

পাইলটিং:

ভাসানচরে সমন্বিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা গাইড-লাইন এর ব্যবহার কার হবে।

সহযোগিতায়:

শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি সমন্বিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা গাইড-লাইন প্রস্তুত করা।

মূল দায়িত্ব: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৪.২ ভাসানচরে স্বেচ্ছামূলক রোহিঙ্গা রিলোকেশনের নিমিত্তে FDMNদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সপ্তম সভার কার্যবিবরনীর ১৮.৪(ক) সংশোধন ও নতুন গাইডলাইন প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে ২০২০ সাল থেকে রোহিঙ্গা স্থানান্তর শুরু হলেও, এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সমন্বিত কোনো রিলোকেশন নীতি বা গাইডলাইন নেই যা এই প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। বরং আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সপ্তম সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক ভাসানচরে স্থানান্তর তাদের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন এবং সেখানে জীবনধারণ ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক নীতির পরিপন্থী।

উদ্দেশ্য:

রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছামূলকভাবে ভাসানচরে স্থানান্তরে উৎসাহিত করার জন্য একটি স্পষ্ট এবং মানবিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। এতে তাদের পূর্ণ সম্মতি, স্থানান্তরের আগে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ফলাফল:

রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, মানবিক সংকট কমবে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়বে, যা দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ সুগম করবে।

পাইলটিং:

ভাসানচরে সীমিতি পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

FDMNদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সপ্তম সভার কার্যবিবরনীর ১৮.৪(ক) সংশোধন ও নতুন গাইডলাইন প্রণীত।

মূল দায়িত্ব: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

৪.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও দোকান বরাদ্দ নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

ভাসানচরে ভূমি ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও দোকান বরাদ্দ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২০২৩ সালে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিলেও, কার্যকর নির্দেশিকার অভাবে কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন হচ্ছে। এর ফলে ভাসানচরে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন বিলম্বিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

ভাসানচরে ভূমি ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও দোকান বরাদ্দ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের মুল উদ্দেশ্য হলো ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সুষম বণ্টন নিশ্চি করা এবং দ্বীপের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

নীতিমালা প্রণয়নের ফলে ভাসানচরে ভূমি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও দোকান বরাদ্দে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে, যা দ্রুত দ্বীপটির স্থায়িত্বশীলতা আনবে।

পাইলটিং:

ভাসানচর, হাতিয়া নোয়াখালীতে সীমিত পরিসরে পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

সহযোগিতায়:

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, নোয়াখালী জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (NGOs)

মূল্যায়ন নির্দেশক:

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও সময়সীমা, ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব।

মূল দায়িত্ব: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৪ সী-অ্যাম্বুলেন্স সমন্বিত রোগী স্থানান্তর: উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনরক্ষা নির্দেশিকা' প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

২০২৪ সালে তুর্কি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) ভাসানচরের স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করতে একটি সী অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করে। এর লক্ষ্য ছিল রোগী রেফারেল সহজ করা। তবে, পরিচালনা নির্দেশিকার অভাবে এটি অব্যবহৃত রয়ে গেছে। তাই, এর দক্ষ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, ও জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করতে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি অত্যাবশ্যক। বর্তমানে এটি অকার্যকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে

উদ্দেশ্য:

সী অ্যাম্বুলেন্সের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করা ও রোগী রেফারেল প্রক্রিয়া সহজ করা, এবং ভাসানচরের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা।

ফলাফল:

সী অ্যাম্বুলেন্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে, রোগী রেফারেল দ্রুত, নিরাপদ ও সুসংগঠিত হবে, এবং ভাসানচরে রোহিঙ্গা এবং সেবাদানকারীদের স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি আসবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচর, হাতিয়া, নোয়াখালীতে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

সিভিল সার্জন নোয়াখালী, হেলথ সেক্টর ভাসানচর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড ভাসানচর ইউনিট।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

মৃত্যুহার হ্রাস, সফল স্থানান্তরের হার, প্রতিক্রিয়া সময়, রোগীর সন্তুষ্টি।

মূল দায়িত্ব: অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ভাসানচর

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৫ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা নীতি: একটি অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্য ও সীমিত স্বাস্থ্যসেবায় জর্জরিত। তাদের জন্মহার ৩.৫ এর উপরে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ২১/১১/২০১৭ তারিখের ২২২ নং পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুধুমাত্র অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ঝুঁকি বাড়ায়, যা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং অপুষ্টির সংকট সর্বোপরি জনবিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে আরও গভীর করছে। একটি সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা গাইডলাইন তাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য, জীবনমান উন্নয়ন এবং বিদ্যমান মানবিক সংকট মোকাবিলায় অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক ও সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা, যেন তারা স্বেচ্ছায় সঠিক পদ্ধতি বেছে নিতে পারে যাতে করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নত হয়, অপুষ্টি কমে, সামগ্রিক জীবনমান বৃদ্ধি পায় এবং জনবিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে রোধ করা যায়।

ফলাফল:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নত হবে, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ কমবে এবং মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত হবে। এটি তাদের জীবনমান বৃদ্ধিতে এবং মানবিক সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি জনবিস্ফোরণ রোধ করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মূল্যায়ন নির্দেশক:

জন্মহার হ্রাস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস

মূল দায়িত্ব: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৪.৮ ভাসানচরে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কিশোর ও যুবক। যদি তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা না যায়, তবে এটি কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনকেই প্রভাবিত করবে না, বরং সামগ্রিকভাবে দেশের জন্যও হুমকিস্বরূপ হতে পারে। কর্মহীনতা হতাশা ও অপরাধপ্রবণতা বাড়াতে পারে । যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কাজে যুক্ত করলে তারা সমাজের ইতিবাচক সদস্য হিসেবে অবদান রাখতে পারবে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে। বর্তমানে এ ধরনের কোন সুষ্পষ্ট নির্দেশিকা নেই।

উদ্দেশ্য:

সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেওয়া এবং রোহিঙ্গা যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা

ফলাফল:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণীত হবে এবং এর ফলে তারা সমাজ ও দেশের জন্য বোঝা না হয়ে বরং ইতিবাচক অবদান রাখতে পারবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে যখন তারা নিজ দেশে ফিরবে, তখন দেশের পুনর্গঠনে ভূমিকা

পাইলটিং:

উদ্যোগটি ভাসানচরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগিতায়:

লাইভলিহুড ভাসানচর এবং শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়

মূল্যায়ন নির্দেশক:

সফলভাবে নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং দক্ষ প্রশিক্ষক ও উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে সেটির কার্যকারিতা যাচাই।

মূল দায়িত্ব: রোহিঙ্গা বিষয়ক সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, ভাসানচরের বাস্তবায়নযোগ্য অন্যান্য উদ্যোগ

১. সেবা গ্রহীতার ফিডব্যাক পদ্ধতি সংযোজন করা।
২. পেসেন্ট রেফারেল পদ্ধতিতে পুলিশি স্কট প্রথা সংশোধন করা।
৩.ভাসানচরে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ভবন ব্যবহারের গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ
৪.রোহিঙ্গা ও সেবাদানকারীদের ইমারজেন্স ইভাকুয়েশনের গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ।
৫. সেবাদানকারী সংস্থার কর্মীদের বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ব্যবহারের মাধ্যমে যাতায়াত প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
৬. আশ্রায়ন -৩ প্রকল্প হতে নির্মিত অবকাঠামো সমুহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাইজড করণ।
৭. প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন নীতিমালার সাথে সমন্বয় সাধন করা।
৮. দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা।

পাইলট উদ্যোগ:

দ্রুত, কার্যকর ও নিরাপদ রোগী স্থানান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সী-অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (SOP)প্রস্তুতকরণ

সেপ্টেম্বর - নভেম্বর ২০২৫

১. গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification)

সমস্যার কারণ:

- **যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা:**
  মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ফলে, জরুরি অবস্থায় দ্রুত রোগী স্থানান্তর করা কঠিন।

- **চিকিৎসা উপকরণের অপ্রতুলতা:**
  প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম, যেমন- লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম, জরুরি অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, ব্লাড ব্যাংক ইত্যাদির অভাব রয়েছে। গুরুতর রোগীদের চিকিৎসার জন্য এই সরঞ্জামগুলো অত্যাবশ্যক।

- **বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব:**
  ভাসানচরে বেশিরভাগই সাধারণ চিকিৎসক থাকেন, কিন্তু হৃদরোগ, কিডনি রোগ, বা জটিল আঘাতের মতো বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই।

- **রোগী পরিবহণের সমস্যা:**
  রোগী স্থানান্তরের জন্য দ্রুত ও নিরাপদ পরিবহণ নেই। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বা রাতের বেলায় এই সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে।

- **জরুরী অবস্থার ব্যবস্থাপনা:**
  হাত-পা ভাঙ্গা বা অন্য যে কোন জরুরী চিকিৎস্যাসেবা ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ততা।

- **সী-অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ গাইডলাইন না থাকা:**
  নির্দিষ্ট গাইডলাইনের অভাবে এর ব্যবহার, নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা হারাচ্ছে, যা জরুরি পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে কোন কাজেই আসছে না।

সমস্যার ফলাফল:

- **রোগীর দুর্ভোগ:**
  রেফারেলের সময় দীর্ঘ যাত্রা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে রোগীর শারীরিক ও মানসিক দুর্ভোগ বাড়ে।

- **চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি:**
  জরুরি অবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবহণের ব্যবস্থা করতে গেলে অনেক বেশি খরচ হয়, যা দরিদ্র রোগীদের জন্য একটি বড় সমস্যা।

- **চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক মনোভাব তৈরী:**
  সময়মত এবং দ্রুত রেফারেল প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় সেবাগ্রহীতাদের স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির উপর নেতিবাচক মনোভাব তৈরী হচ্ছে।

- **চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ:**
  রেফারেল সংক্রান্ত জটিলতার কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।

- **জীবনহানির ঝুঁকি বৃদ্ধি:**
  সময়মতো উন্নত চিকিৎসা না পাওয়ায় এবং রেফারেল প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ায় গুরুতর রোগীদের জীবনহানির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

২. সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result)

সমস্যা সমাধানের উপায়:

রোগী রেফারেল পদ্ধতিকে দ্রুত, নিরাপদ, ও ঝুকিমুক্ত করার জন্য সকল স্টেহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় পূর্বক Turkish Co-operation and Coordination Agency (TIKA) কর্তৃক ২০২৪ ইং সালে সরবরাহকৃত সী-অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা (SOP) তৈরী করা।

সমস্যা সমাধানের ফলাফল:

- সী-অ্যাম্বুলেন্সকে পেসেন্টস রেফারেল পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভব হবে।
- সী- অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবহার সঠিক ও সুশৃঙ্খল হবে।
- গাইডলাইন তৈরি হলে অ্যাম্বুলেন্সের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যাবে।
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মাবলী থাকায় হঠাৎ করে অ্যাম্বুলেন্স অচল হওয়ার ঝুঁকি কমবে।
- কোন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা হবে, কোন ধরনের সরঞ্জাম প্রয়োজন, এবং চালক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কী করণীয়, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে ।
- জরুরি অবস্থায় দ্রুত রোগীকে মূল ভূখণ্ডে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।
- গুরুতর রোগী, যেমন- প্রসূতি মা, হৃদরোগী বা দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা করা সহজ হবে।
- গাইডলাইন অনুসারে কাজ করলে স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও আস্থা ও দক্ষতার সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবেন। এতে ভাসানচরের স্বাস্থ্যসেবার মান

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

- **(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:**
  দ্রুত, কার্যকরী ও নিরাপদ পেসেন্টস রেফারেল পদ্ধতির নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সী-অ্যাম্বুলেন্সের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (SOP) প্রস্তুতকরণ।
- **(খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:**
  অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, ভাসানচর, নোয়াখালী উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে।
- **(গ) পাইলটিং এর স্থান ও যৌক্তিকতা:**
  ভাসানচর, হাতিয়া, নোয়াখালী।
- **(ঘ) পাইলটিং এর সময়সীমা:**
  শুরু- সেপ্টেম্বর'২৫- সমাপ্ত-নভেম্বর'২৫।
- **(ঙ) পাইলটিং এর সুবিধাসমূহ:**
  উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ভাসানচরে বসবাসরত ৩৮,০৮৮ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীসহ প্রায় ১২০০ বাঙ্গালী সেবাপ্রদানকারী উপকৃত হবে।

৪. পাইলট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজন এবং তাদের ভূমিকা (Stakeholder Analysis & their Management)

ক্রম.	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত অংশীজন	ভূমিকা
১.	রোগী ও তাদের পরিবার	সরাসরি এই সেবার সুবিধাভোগী। তাদের জীবন ও স্বাস্থ্য এই SOP-এর ওপর নির্ভরশীল।
২.	সরকারি ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের প্রতিনিধি	ভাসানচরে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অবস্থা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
৩.	স্বাস্থ্য বিভাগ, হেলথ সেক্টর	সরকারী ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, নোয়াখালী সদর হাসপাতাল ও Rohingya Health Unit (RHU) কক্সবাজারের সাথে সমন্বয় করবে।
৪.	ক্যাম্প ইনচার্জ	পরিস্থিতি যাচাই এবং রেফারেল প্রক্রিয়ার অনুমোদন প্রদান করবেন।
৫.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী/কোস্ট গার্ড	বোট পরিচালনা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এদের সরাসরি অংশগ্রহণ জরুরি। তাদের সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা SOP-এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করবে।

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে রিসোর্স ব্যবহার কৌশল (Resource Mobilization)

ক্রম	রিসোর্সের ধরণ	রিসোর্স এঙ্গেজমেন্ট
১.	সী-অ্যাম্বুলেন্স	রোগী রেফারেলের কাজে ব্যবহৃত হবে
২.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী/কোস্ট গার্ড	আবহাওয়া পূর্বাভাস, বোট পরিচালনায় সম্মতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কাজে সম্পৃক্ত করা হবে।
৩.	দক্ষ মেডিকেল টেকনিশিয়ান বা প্যারামেডিক এবং অভিজ্ঞ নৌকাচালক বা ক্যাপ্টেন।	জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন। এদেরকে সমুদ্রের বিশেষ পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
৪.	সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা	জিপিএস, রেডিও বা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে নিকটবর্তী স্থলভাগের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে এবং ভাসানচরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখা হবে।
৫.	দাতা সংস্থা (IOM, TIKA, BRAC, Qatar Charity)	সী অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হবে।
৬.	আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার	ভাসানচর এআরআরআরসি অফিসের মাধ্যমে তৈরীকৃত ২.৫৫ কোটী টাকার তহবিল সী অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হবে।

৬. সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম (Details of Activities)

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১.	প্রাথমিক প্রস্তুতি ও তথ্য সংগ্রহ	ARRRC	১০ সেপ্টেম্বর'২৫	ক. স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিতকরণ খ. বর্তমান প্রক্রিয়া বোঝা: গ. সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি পর্যালোচনা ঘ. জরুরি অবস্থার ডেটা সংগ্রহ
২.	স্টেকহোল্ডারদের সাথে বৈঠক	ARRRC	১৫ সেপ্টেম্বর'২৫	ক. আলোচনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ খ. স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ গ. চ্যালেঞ্জ ও সমাধান চিহ্নিতকরণ
৩.	SOP প্রণয়ন কমিটি গঠন	ARRRC ও সকল স্টেকহোল্ডার	১৫ সেপ্টেম্বর'২৫	ক. সদস্য নির্বাচন খ.TOR তৈরী গ.সময় সীমা নির্ধারণ
৪.	খসড়া SOP তৈরি ও দাখিল	SOP প্রণয়ন কমিটি	১৫ অক্টোবর'২৫	ক. ভূমিকা খ. দায়িত্ব ও কর্তব্য গ. কার্যপ্রণালী (Workflow) ঘ. যোগাযোগের পদ্ধতি ঙ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চ. ফর্ম ও ডকুমেন্টেশন:

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
৫.	খসড়া SOP চূড়ান্তকরণ ও প্রাথমিক অনুমোদন	ARRRC ও সকল স্টেকহোল্ডার	২৫ অক্টোবর'২৫	ক.সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে খসড়া উপস্থাপন খ. সংশোধন ও চূড়ান্তকরণ গ. আনুষ্ঠানিক অনুমোদন
৬.	SOP এর চুড়ান্ত অনুমোনের জন্য প্রেরণ	ARRRC	৩০ অক্টোবর'২৫	প্রাথমিক অনুমোদনকৃত SOP এ উল্লেখিত বিষয়াদি।
৭.	অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্টেকহোল্ডারদের মাঝে SOP বিতরণ	ARRRC	১৫' নভেম্বর ২৫	
৮	বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ	ARRRC ও CIC	৩০ নভেম্বর'২৫	ক.প্রশিক্ষণ খ.বাস্তবায়ন
৯.	পর্যালোচনা ও হালনাগাদ	ARRRC ও সকল স্টেকহোল্ডার	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক.নির্দিষ্ট সময় পর পর এর কার্যকারীতা পর্যালোচনা খ. প্রয়োজনে হালনাগাদ করণ

৭. পাইলট সংস্কারের সফল বাস্তবায়ন ও টেকসইকরণ কৌশল (Sustainability Strategies)

- **মানসম্মত কার্যপ্রণালী তৈরি:**
  সি-অ্যাম্বুলেন্সের দ্রুত, কার্যকর ও নিরাপদ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে একটি বিশদ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরি করা। এই SOP-তে অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনা, রোগী পরিবহন, জরুরি যোগাযোগ এবং রেফারেল প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।

- **স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ:**
  এনজিও, সরকারি সংস্থা এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে তাদের মতামত নেওয়া। এতে কার্যক্রমের প্রতি তাদের সমর্থন বাড়বে এবং বাস্তবায়ন সহজ হবে।

- **কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:**
  স্থানীয় সেবাদানকারী কমিউনিটি ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সি-অ্যাম্বুলেন্সের সেবা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালানো। এর সুবিধা ও জরুরি অবস্থায় যোগাযোগের পদ্ধতি নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা। পোস্টার, লিফলেট এবং স্থানীয় ভাষায় ছোট ভিডিও তৈরি করে প্রচার করা।

- **কার্যকর তদারকি ও মূল্যায়ন:**
  কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। প্রয়োজনে SOP-তে পরিবর্তন আনা। অ্যাম্বুলেন্সের যান্ত্রিক অবস্থা এবং কর্মীর দক্ষতার উপর নজর রাখা।

- **টেকসই কার্যক্রমের জন্য তহবিল:**
  কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করা। একই সঙ্গে, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

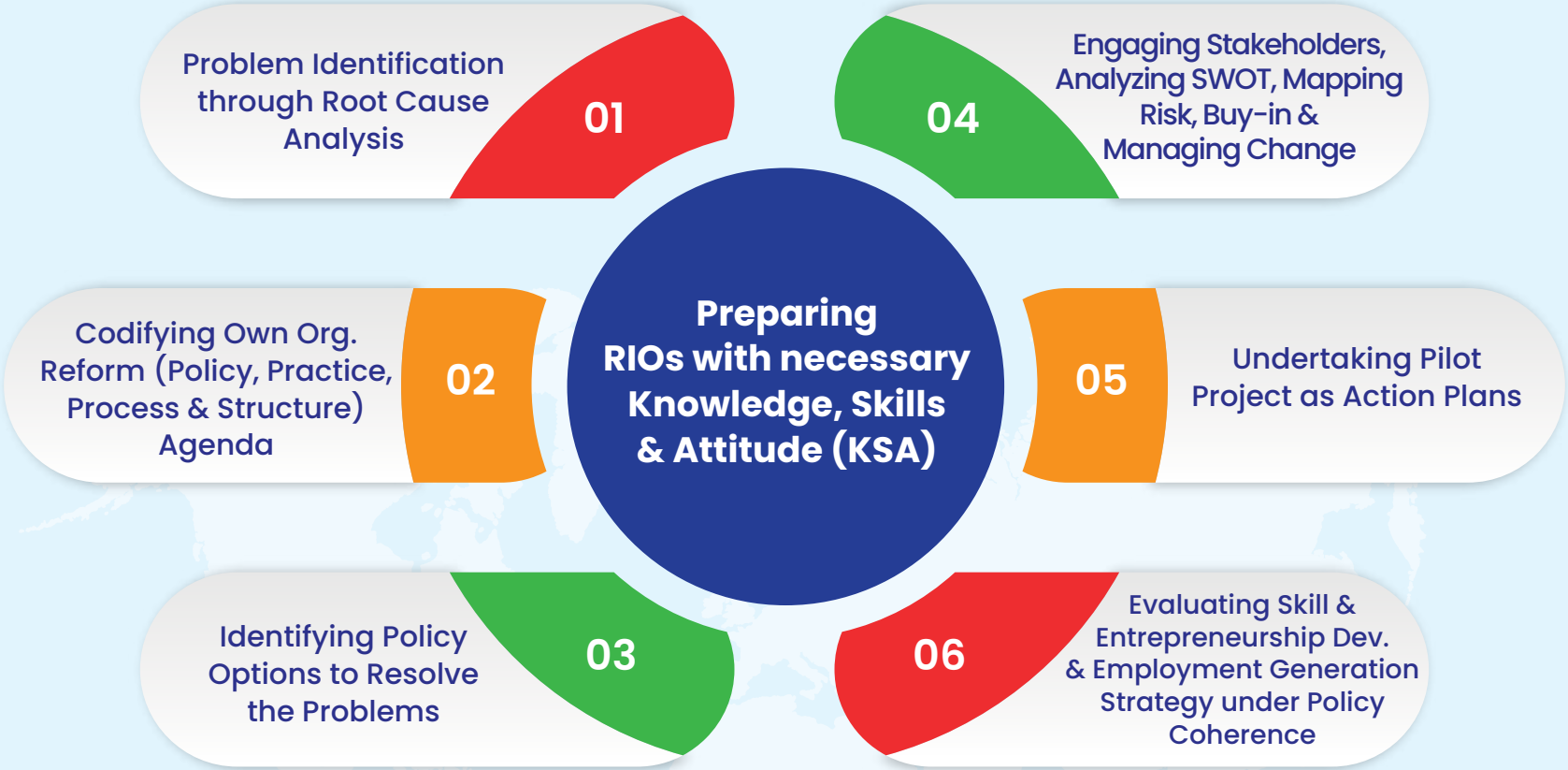

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, ভাসানচর